আমি অনেক কিছু জানি কিন্তু

আল্লাহকে জানি কি?

লেখকঃ

শায়খ আব্দুর রাকীব বুখারী মাদানী

লিসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় (সউদী আরব)

বিভাগঃ শরীয়াহ (ইসলামিক আইন-কানুন)

সম্পাদনাঃ

দাম্মাম ইসলামী দাওয়া সেন্টার, সৌদি আরব।

عرفت كثيراً... لكن هل عرفت ربي ؟

تأليف: عبد الرقيب بن رضاء الكريم .

أستاذ و داعية: جامعة الإمام البخاري

আলোকিত প্রকাশনী

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ শব্দের তাৎপর্য

"আল্লাহ" মহান প্রতিপালকের প্রকৃত নাম..... ১৭

''আল্লাহ্'' শব্দের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব

ক. সব ধর্মই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী..... ১৯

১. হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার ধারণা ১৯

২. ইহুদী ধর্মে স্রষ্টার ধারণা..... ২০

৩. খ্রীষ্টান ধর্মে স্রষ্টার ধারণা..... ২১

৪. শিখ ধর্মে স্রষ্টার ধারণা..... ২২

৫. ইসলাম ধর্ম..... ২২

খ. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রকৃতিগত ২৩

গ. বিবেকের সাক্ষ্য..... ২৪

ঘ. উটের রাখাল বলে..... ২৫

ঙ. আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে কয়েকজন দার্শনিকের বক্তব্য..... ২৫

চ. সেই আল্লাহর স্পষ্ট বাণী..... ২৬

তৃতীয় অধ্যায়ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস)

ক. ঈমান শব্দের ব্যাখ্যা..... ২৮

শুনে আসছি শুধু (ঘটনা)..... ২৯

খ. একটি আপত্তি ও তার জবাব..... ৩১

গ. ঈমানের মূল বিষয়সমূহ..... ৩১

ঈমানের রুক্‌ন বা স্তম্ভ ছয়টি ৩২

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস)..... ৩২

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান..... ৩২

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান..... ৩৩

৪. আল্লাহর রাসূলদের প্রতি ঈমান ৩৪

৫. আখেরাত বা পরকালের প্রতি ঈমান ৩৫

৬. ভাগ্য বা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান..... ৩৫

ঘ. ভাগ্যের দোহাই দিয়ে আমল না করা..... ৩৬

ঙ. ইসলামের স্তম্ভসমূহঃ ইসলামের স্তম্ভ ৫টি.....৩৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহ কোথায় আছেন?

ক. আল্লাহ কোথায়? সম্পর্কে কতিপয় মতবাদ.....৩৮

খ. অদ্বৈতবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদ আক্বীদার ভয়াবহতা.....৩৯

গ. আল্লাহ আরশে আছেন.....৪০

ঘ. আল্লাহর স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্টির উর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণসমূহ.....৪১

কুরআন থেকে প্রমাণ.....৪১

হাদীস তথা সুন্নাত থেকে প্রমাণ ৪২

সাল্‌ফে সালেহীনগণের বক্তব্য ৪৩

বিবেক এবং প্রকৃতির ফয়সলা.....৪৪

একটি আপত্তি ও তার জবাব.....৪৫

পঞ্চম অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহ কি গুনহীন নিরাকার?

বিষয়টি উপস্থাপনের কারণ.....৪৭

আল্লাহ গুনগত সত্তা ৪৭

একটি মূলনীতি..... ৪৭

গুণগত সত্তা হওয়ার প্রমাণাদি..... ৪৮

একটি আপত্তি ও তার জবাব..... ৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ আল্লাহর দর্শন

ইহকালে প্রথম যিনি আল্লাহকে দেখার কামনা করেছিলেন..... ৫১

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কি আল্লাহকে দেখেছিলেন? ৫২

ক্বিয়ামতের দিন মুমিনদের আল্লাহর দর্শন লাভ ৫৪

সপ্তম অধ্যায়ঃ মানব সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য..... ৫৭

আল্লাহ কি বান্দার ইবাদতের মুখাপেক্ষী? ৫৮

ইবাদত কাকে বলে? ৫৯

ইবাদতের প্রকার এবং উদাহরণ..... ৫৯

দুনিয়াবী তথা বৈষয়িক কাজ-কর্মও ইবাদতে পরিণত হয়..... ৬০

ইবাদত ক্ববূল হওয়ার শর্তাবলী..... ৬২

অষ্টম অধ্যায়ঃ আল্লাহর বৃহত্তম এবং অতি পছন্দনীয় আদেশ তাওহীদ।

তাওহীদ কি? ৬৩

তাওহীদ সমস্তনবীগণের পয়গাম..... ৬৪

নবীজীর গাধার পিঠে (একটি ঘটনা)..... ৬৫

তাওহীদের ফযীলত ৬৬

তাওহীদের প্রকারসমূহ..... ৬৬

১. তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ কাকে বলে? ৬৭

মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ে আল্লাহতে বিশ্বাসী, পার্থক্য কোথায়?৬৮

২. তাওহীদে উলূহিয়্যাহ কাকে বলে? (ইবাদতে একত্ববাদ) ৭০

তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাত ৭১

নাম এবং গুণাবলীর উদাহরণ ৭২

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অধ্যায়ে যারা বিভ্রান্ত..... ৭২

ক. জাহমিয়্যাহ্..... ৭৩

খ. মুতাযিলা..... ৭৩

গ. আশ্ আরিয়া ৭৪

নবম অধ্যায়ঃ তাওহীদের কালিমা ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’

আমাদের সমাজে এই কালিমার অবস্থান ৭৫

কালিমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সঠিক অর্থ..... ৭৫

এই কালিমার স্তম্ভ দু’টি ৭৭

এই কালিমার গুরুত্ব ও মহত্ব ৭৭

এই কালিমার ফযীলত ৭৮

শুধু কালিমা পাঠ করলেই কি জান্নাত নসীব হবে? ৭৯

দশম অধ্যায়ঃ আল্লাহর কঠোরতম নিষেধাজ্ঞাঃ শির্ক করো না।

ক. শির্ক ক্ষমা অযোগ্য পাপ..... ৮২

শির্ক কাকে বলে? ৮৩

শির্কের প্রকার

বড় শির্ক এবং ছোট শির্কের মধ্যে পার্থক্য ৮৫

কি কি ক্ষেত্রে বড় শির্ক হয়? ৮৫

মুসলিম ব্যক্তির দ্বারা শির্ক হওয়া সম্ভব না অসম্ভব? ৮৬

বড় শির্কের উদাহরণ

প্রথমতঃ ইবাদত বিষয়ে বড় শির্কের উদাহরণ.....৮৭

প্রথম উদাহরণঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট দুআ' করা, প্রার্থনা করা, বড় শির্ক.....৮৮

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দুআ' করা শির্ক কেন? ৮৯

আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকার কয়েকটি উদাহরণ ৯০

এই শির্কের বিড়ম্বনা লক্ষ্যনীয়.....৯১

এদের অক্ষমতার কাহিনী শুনুন ৯৩

দ্বিতীয় উদাহরণঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে পশু যবাই করা, বলিদান দেওয়া, বড় শির্ক ৯৪

পশু যবাই চার প্রকারের.....৯৪

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে যবাই করা শির্ক কেন? ৯৫

আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে পশু যবাই দেওয়ার আরো কয়েকটি নমূনা.....৯৬

একটি আপত্তি ও তার জবাব.....৯৭

দ্বিতীয়তঃ প্রতিপালক বিষয়ে বড় শির্কের উদাহরণ

প্রথম উদাহরণঃ গাউস-কুতুব, ওলী-আবদাল পৃথিবী পরিচালনা করে থাকেন, এ বিশ্বাস বড় শির্ক (যা মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়)..... ১০০

দ্বিতীয় উদাহরণঃ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জীবন কিংবা মরণ দিতে পারে, মনে করা বড় শির্ক ১০১

তৃতীয় উদাহরণঃ আল্লাহ একের অধিক কিংবা তিন জনের সমষ্টিতে এক আল্লাহ কিংবা আল্লাহর সন্তান আছে, এসব ধারণা শির্ক..... ১০৪

১. খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ বড় শির্ক..... ১০৪

২. নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্ট, এ আক্বীদাহ বড় শির্ক..... ১০৫

তৃতীয়তঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বড় শির্কের উদাহরণ ১০৬

আল্লাহর বিশেষ দু'টি গুণে শির্ক ১০৬

আল্লাহর গুণে অন্যকে শরীক করার আরো কয়েকটি উদাহরণ.... ১১০

একাদশ অধ্যায়ঃ ছোট শির্ক

ছোট শির্কের প্রকারসমূহ.....১১১

প্রথম প্রকারঃ আন্তরিক ইবাদতে ছোট শির্ক। প্রথম উদাহরণঃ রিয়া

দ্বিতীয় উদাহরণঃ আসল ইবাদতের মাধ্যমে পার্থিব কল্যাণার্জনের আশা করা ১১২

তৃতীয় উদাহরণঃ উপায়সমূহের প্রতি ভরসা করা ১১২

চতুর্থ উদাহরণঃ অশুভ ও অলক্ষীতে বিশ্বাস করা ১১৩

ছোট শির্কের দ্বিতীয় প্রকারঃ কাজে-কর্মে শির্ক

প্রথম উদাহরণঃ শেরেকী ঝাড়-ফুঁক ১১৪

দ্বিতীয় উদাহরণঃ তাবীজ-কবচ ১১৫

ছোট শির্কের তৃতীয় প্রকারঃ কথা-বার্তায় শির্ক

প্রথম উদাহরণঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের কসম করা..... ১১৬

দ্বিতীয় উদাহরণঃ আল্লাহ ও তাঁর কোনো সৃষ্টিকে ‘‘এবং’’ অক্ষর দ্বারা একত্রিত করা..... ১১৬

তৃতীয় উদাহরণঃ তারকাকে বৃষ্টি বর্ষণের কারণ মনে করা..... ১১৭

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ আল্লাহ ও বান্দাদের মাঝে মাধ্যম ধরা। (অসীলা ধরা)

কি ভাবে সরাসরি আল্লাহর ইবাদত হতে মাধ্যম ধরার প্রথা শুরু হয়? ১১৮

কিছু অবুঝ মুসলিমের মাধ্যম ধরার বর্ণনা ১১৯

অসীলা তথা মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর নিকট কিছু পৌঁছেনা; এ যুক্তির খন্ডন ১২১

দয়াময় আল্লাহ তাঁর কাছে সরাসরি চাইতে বলেন, না অসীলা ধরে? উনি (একটি ঘটনা) ১২৪

আল্লাহ অসীলা খোঁজতে বলেছেন ১২৫

অসীলার আভিধানিক অর্থ ১২৬

আয়াতে বর্ণিত 'অসীলা'র মর্ম ১২৬

বৈধ অসীলা

১. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অসীলা..... ১২৯

২. ঈমানের অসীলা দিয়ে দুআ' করা ১২৯

৩. নিজের বিশেষ কৃত সৎ আমলের মাধ্যম দিয়ে দুআ' করা ১৩০

৪. কোন নেক ব্যক্তির দুআ'র অসীলা নেয়া (নেক ব্যক্তির দ্বারা নিজের প্রয়োজনের দুআ' করানো) ১৩০

বিদআতী অসীলা ১৩১

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ আল্লাহর প্রিয় যারা (অলী-আউলীয়া)

অলী শব্দের অর্থ ১৩৫

শরীয়তের পরিভাষায় অলী ১৩৫

অলীগণের মর্যাদা ১৩৬

অলী হওয়ার জন্য যা জরুরী নয়..... ১৩৭

এরা অলী নয় ১৩৮

অলীর কারামত ১৩৮

শয়তানের কারামত..... ১৪০

পীর ফকীরের এই সব কার্য-কলাপ কারামতী নয় ১৪০

অলীদের সম্পর্কে চরম আপত্তিকর বিশ্বাস ১৪১

অলীদের কবরের উপর মসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ..... ১৪২

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ আল্লাহর দ্বীনে হস্তক্ষেপ (বিদআত)

বিদআতের সংজ্ঞা..... ১৪৭

আক্বীদা তথা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদআতের কতিপয় উদাহরণ ১৪৭

আমলের ক্ষেত্রে বিদআতের কতিপয় উদাহরণ..... ১৪৮

প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্ট ও হারাম ১৪৯

ভাল বিদআত ও মন্দ বিদআত ১৫০

মানুষের প্রয়োজনে আবিষ্কৃত আধুনিক বিষয়াদি বিদআত নয় ১৫১

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জী

আরবী গ্রন্থপঞ্জী ১৫৫

বাংলা গ্রন্থপঞ্জী ১৫৮

আলোকিত প্রকাশনির বই পরিচিতি ১৫৯

প্রথম অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ শব্দের তাৎপর্য

“আল্লাহ” মহান প্রতিপালকের প্রকৃত নামঃ

যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, অধিপতি, ধারক, রক্ষক, পরিচালক, প্রতিপালক, তাঁর প্রকৃত নাম ‘আল্লাহ’। ‘আল্লাহ’ তাঁর সত্তাগত নাম যার অর্থ হচ্ছে; যাঁকে সব কিছু উপাস্য হিসাবে স্বীকার করে এবং সৃষ্টিকুল যাঁর ইবাদত করে। [তফসীরে তাবারী ১/১২২]

এই বরকতপূর্ণ নামটি কুরআনে প্রায় ২৭০০ বার বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর আছে অনেক সুন্দর সুন্দর গুণবাচক নাম। আল্লাহ বলেনঃ

وَ لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوهُ بِهَا

অর্থঃ আর আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর ও ভাল নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সে সব নামেই ডাকবে। [আরাফ/১৮০]

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘‘আল্লাহ তাআ’লার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, এক কম একশত, যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করে নেবে, সে জান্নাতে যাবে।’’ [বুখারী, হাদীস নং ৬৪১০]

‘‘আল্লাহ্’’ শব্দের কতিপয় বৈশিষ্ট্যঃ

আরবী ভাষায় ‘ইস্‌ম’ বা বিশেষ্যের কিছু বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ প্রত্যেক আরবী বিশেষ্যের দ্বিবচন ও বহু বচন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ‘আল্লাহ্’ শব্দের কোন বচন নেই। যে কোন ভাষায় বিশেষ্যের লিঙ্গ বিদ্যমান কিন্তু ‘আল্লাহ’ শব্দ লিঙ্গহীন। উদাহরণ স্বরূপ, পৃথিবীতে মানুষেরা আল্লাহকে যে সব অন্য নামে নামান্বিত করে থাকে, সে সব নামের স্ত্রী লিঙ্গ আছে কিন্তু ‘আল্লাহ্’ শব্দের কোন লিঙ্গ নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব

ক. সব ধর্মই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসীঃ

এই মহা বিশ্বে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায়, সে সব ধর্মই আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে। ঐ সমস্ত ধর্ম নবী কেন্দ্রীক হোক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত নবীর মাধ্যমে পথ প্রদর্শনে বিশ্বাসী এবং দাবীদার হোক যেমন, ঈহুদী ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম। কিংবা নবী কেন্দ্রীক না হোক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত নবীর মাধ্যমে পথ প্রদর্শনে বিশ্বাসী না হোক যেমন, বৈদিক ধর্ম; হিন্দু ধর্ম এবং অবৈদিক ধর্ম; যথা শিখ ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ইত্যাদি। [প্রসিদ্ধ ধর্মগুলোতে স্রষ্টার ধারণা/ ৯-১০]

১. হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার ধারণাঃ

প্রচলিত অর্থে হিন্দু ধর্ম বলতে বিভিন্ন দর্শন ও বিশ্বাসের একত্রিত সমাবেশের মাধ্যমে উৎপন্ন এক ধর্মকে বুঝায়, যার বেশিরভাগই মূলতঃ বেদ, উপনিষদ, ও ভগবত গীতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

* যজুর্বেদে উলেখ হয়েছেঃ ''ন তস্য প্রতিমা আস্তি''।

অর্থাৎঃ স্রষ্টার কোন প্রতিমা নেই। [যজুর্বেদ, অধ্যায়ঃ ৩২, অনুচ্ছেদঃ ৩]

বুঝা গেল, বৈদিক ধর্ম বিশ্বাস করে যে, স্রষ্টা বলে কেউ আছেন এবং সেই স্রষ্টার কোন প্রতিমা নেই।

* অথর্ববেদে উলেখ হয়েছেঃ ''দেব মহা অছি''। অর্থাৎঃ স্রষ্টা সত্যিই সুমহান। [অথর্ববেদ, বই ২০, অধ্যায়ঃ ৫৮, ভলিউম-৩]

বুঝা গেল, তারা বিশ্বাস করেঃ স্রষ্টা বলে কেউ আছেন এবং তিনি সুমহান।

* ঋগবেদে উলেখ হয়েছেঃ ''মা চিদান্যদভি শাংসত''। অর্থাৎঃ ও বন্ধু! স্রষ্টার সাথে কাউকে ডাকিও না। [ঋগ্বেদ পুস্তক, বইঃ ৮, অধ্যায়ঃ ১, ভলিউমঃ ১]

তৃতীয় অধ্যায়ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস)

ক. ঈমান শব্দের ব্যাখ্যাঃ

ঈমান শব্দটি কুফর শব্দের বিপরীত, যার অধিকতর নিকটবর্তী বাংলা শাব্দিক অর্থ হচ্ছেঃ বিশ্বাস। [নায্ রাতুন্নায়ীম / ৬৪১, শব্দ ঈমান]

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয়ঃ আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে যে সমস্ত বিধি-বিধান প্রদান করা হয়েছে তার সম্পর্ক বিশ্বাসের সাথে হোক কিংবা কাজে পরিণত (আমলের) করার সাথে হোক সে সমস্ত বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে উচ্চারণ করা এবং কাজে পরিণত করার নাম হচ্ছে ঈমান। [কিতাবুল ঈমান, ইবনু মানদাহ, ১/৩০৫]

অন্য কথায় ঈমানের সংজ্ঞা এই ভাবেও করা হয়েছে যে, ''প্রত্যেক গোপন ও প্রকাশ্য নেকীর কাজই হচ্ছে ঈমান''। [মাসায়েলুল্ ঈমান/ ১৫২]

নবী (সাঃ) বলেনঃ

« الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ أَو بضعٌ و ستُّونَ شُعْبَةً ، فَأَفضلها قول لا إله إلا الله ، و أدناها إماطَةُ الأذى عن الطريق ، والحياءُ شعبة من الإيمان » رواه مسلم

অর্থঃ ''ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তুরের অধিক কিংবা ষাটের অধিক; সর্বশ্রেষ্ঠটি হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই) আর সর্ব নিম্নটি হচ্ছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া, আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা''। [মুসলিমঃ ঈমান অধ্যায়, নাসাঈ, তিরমিযী]

ঈমান কম ও বেশি হয়। অর্থাৎ নেকী তথা অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় আর পাপ তথা গুনাহ করার কারণে হ্রাস পায়। তাই নবী এবং রাসূলগণের ঈমান এবং সাধারণ মানুষের

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহ কোথায় আছেন?

ক. আল্লাহ কোথায়? সম্পর্কে কতিপয় মতবাদঃ

মহান আল্লাহর অস্তিত্বে কোন সন্দেহ নেই যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এর পর প্রশ্ন জাগে যে, সেই মহীয়ান গরীয়ান সত্তা কোথায় আছেন? প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়ার আগে, বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি কুফরী মতবাদের বক্তব্য পেশ করা আবশ্যিক মনে করছি।

আল্লাহর অস্তিত্বকে বিশ্বাসকারীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির বিশেষ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে নিমজ্জিত বা বিরাজিত। যেমন মনে করা হয় যে, আল্লাহ মরিয়মের পূত্র ঈসা (আঃ) এর মধ্যে বিরাজিত। কিংবা দেব-দেবীদের মধ্যে বিরাজিত বা তাদের উপর ভর করে। এই মতবাদকে আরবীতে 'হুলূলিয়্যাহ' মতবাদ বলে যা, সাধারণতঃ হিন্দু এবং খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী আর এক সম্প্রদায়ের ধারণা হলঃ ''স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক ও অভিন্ন সত্তা''। (খালেক এবং মাখলূক এক, অভিন্ন)। তাই জগতের সব স্থানে, সব কিছুতে আল্লাহ বিরাজমান। এই আক্বীদাকে আরবীতে ''ওয়াহ্ দাতুল ওজূদ'' বলা হয়। [মাজমূউ ফাতাওয়া, ২/১৭১-১৭২]

উভয় বিশ্বাসকে দার্শনিকদের পরিভাষায় ''অদ্বৈতবাদ'' বাংলায় ''সর্বেশ্বরবাদ'' এবং ইংরেজীতে "pantheism" বলা হয়। উলেখ্য যে, এই মতবাদ এবং ''বেদান্তবাদ'' ও বৌদ্ধদের ''মহানির্বানবাদ'' এর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

কালের আবর্তে এই ভ্রান্ত মতবাদদ্বয় ঢুকে পড়ে মুসলিম সমাজে। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই মতবাদ গ্রহণ করে ''জাহমিয়্যাহ''

পঞ্চম অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহ কি গুনহীন নিরাকার?

বিষয়টি উপস্থাপনের কারণঃ

যেহেতু পৃথিবীতে বসবাসকারী মানবমন্ডলী আল্লাহকে দেখতে পায়না, সেহেতু অনেকে আল্লাহকে নিরাকার আখ্যা দিয়েছে। এটা জুইস, খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুশরিক এবং দার্শনিকদের ধারণা। এই চিন্তাধারায় অনুপ্রানিত হয়ে মুসলিম নামধারী জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় সর্বপ্রথম এই আকীদা গ্রহণ করে এবং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে এ বাতিল চিন্তাধারা ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়। পরবর্তীতে মুতাজিলা সম্প্রদায়ও এ চিন্তাধারার অনুসরণ করে। [শির্ক কি ও কেন?/৪৮-৪৯]

বলা বাহুল্য সেই চিন্তাধারার ছোয়াঁ এখনও অনেক মুসলিমের মধ্যে বিদ্যমান। তাই অনেকে বলে থাকেঃ 'আল্লাহ নিরাকার, তাঁকে দেখা অসাধ্য'। এ কারণেই এ বিষয়ের অবতারনা। যেন মুসলিম ভাইয়েরা এ সম্পর্কে ইসলামের সঠিক সমাধান পান।

আল্লাহ গুনগত সত্তাঃ

কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে মহান আল্লাহর যে সব গুণের বর্ণনা এসেছে তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর সত্তা নির্গুণ নয়; বরং তাঁর সত্তা গুণগত। আর এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল্ জামাআতের আক্বীদাহ। আমরা নিম্মে তাঁর গুণাবলীর কিছু বর্ণনা দেয়ার প্রয়াস করবো, যার মাধ্যমে আল্লাহ গুণগত না নিরাকার প্রমাণিত হবে। তবে তার পূর্বে একটি মূলনীতির সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরী।

একটি মূলনীতিঃ

পাঠক ভাইদের জ্ঞাতার্থে উলেখ করা সংগত হবে যে, আল্লাহর নামসমূহ এবং গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে

ষষ্ট অধ্যায়ঃ আল্লাহর দর্শন

এই বিষয়টি আসলে পূর্বোক্ত বিষয়েরই অংশ। কিন্তু ইহার গুরুত্বের কারণে ভিন্ন শিরোনামে লিপীবদ্ধ করা হল।

উম্মত এ বিষয়ে সর্বসম্মতি ব্যক্ত করেছেন যে, এই পৃথিবীতে কেহই আল্লাহ তাআ'লাকে তাঁর চর্মচক্ষু দ্বারা দেখতে সক্ষম নয়। [শারহুত্ ত্বাহাবিয়্যাহ/২২২]

ইহকালে প্রথম যিনি আল্লাহকে দেখার কামনা করেছিলেনঃ

নবীগণের মধ্যে এক জন বিশেষ নবীর নাম হচ্ছে মূসা (আঃ)। এই নবীর বিশেষ বৈশিষ্ট এবং মর্যাদা হল, তিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন। সে কারণে তাঁর উপাধি হচ্ছে ''কালীমুল্লাহ''। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী। মহান আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য লাভের মুহুর্তে তাঁর অন্তর আল্লাহকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তিনি আল্লাহর নিকট আবেদন করে বলেনঃ আল্লাহ আমি তোমাকে দেখতে চাই। আল্লাহ বলেনঃ তুমি আমাকে দেখার ক্ষমতা রাখো না। ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও। যদি পাহাড় নিজ স্থানে অক্ষুন্ন থাকে তাহলে আমাকে দেখতে পারবে। মুফাস্সীর ইমাম কুরতুবী বলেনঃ ''মুসা (আঃ) কে এমন এক বস্তুর উপমা দেওয়া হয় যা, তার চেয়ে গঠনের দিক দিয়ে অধিক শক্ত সুদৃঢ় এবং স্থির ও স্থায়ী। যদি সুদৃঢ় পাহাড় নিজ স্থানে অক্ষুন্ন এবং স্থির থাকে তাহলে আমাকে দেখতে সক্ষম হবে। আর পাহাড়ই যদি স্থির না থাকে তাহলে তুমি কিভাবে আমাকে দেখতে পারবে!'' [তফসীরে কুরতুবী, ৫/২৭৮]

আল্লাহ তাআ'লা ঘটনাটিকে সূরা আ'রাফে এভাবে বর্ণনা করেন। মূসা (আঃ) যখন নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন। তিনি তখন নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতি পালক! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে দেখবো, তখন আল্লাহ বলেনঃ তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পারবে

সপ্তম অধ্যায়ঃ মানব সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যঃ

এই ভুমন্ডল এবং নভোমন্ডলে আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, সব কিছুর সৃষ্টির পিছনে একটি না একটি উদ্দেশ্য নিহিত আছে। পৃথিবী, বিভিন্ন কিছুর বসবাস করার উদ্দেশ্যে। চন্দ্র সূর্য, আলোকিত করার উদ্দেশ্যে। বাড়ি-ঘর, থাকার উদ্দেশ্যে। গাড়ি-ঘোড়া, সফর করার উদ্দেশ্যে। রাস্তা-ঘাট, চলা ফেরার উদ্দেশ্যে। দোকান-পাট, কেনা বেচার উদ্দেশে। এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যিনিসগুলোও কোন না কোন উদ্দেশ্যে তৈরী। যেমন চেয়ার, বসার উদ্দেশ্যে। খাট, শোয়ার উদ্দেশ্যে। থালা-বাটি, তাতে খাওয়ার উদ্দেশ্যে ইত্যাদি।

অর্থাৎ দৃশ্যমান সবকিছুর সৃষ্টির পিছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। কিন্তু আমরা কোন দিন, কোন মুহূর্তে, নিজের অস্তিত্বের রহস্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেছি কি? আমাদের জন্মের উদ্দেশ্য কি? আমাদের সৃষ্টির লক্ষ্য কি? আমরা কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করেছি কি?

আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্বয়ং মহান আল্লাহ এ ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

وَ مَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونْ ، مَآ أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وَ مَآ أُرِيْدُ أَن يُّطْعِمُونْ

অর্থঃ আমি জিন ও মানুষকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাইনা যে তারা আমার আহার্য যোগাবে। [যারিয়াত/৫৬-৫৭]

অষ্টম অধ্যায়ঃ আল্লাহর বৃহত্তম এবং অতি পছন্দনীয় আদেশ তাওহীদ।

মহান আল্লাহ মানবমন্ডলীর কল্যাণার্থে যত আদেশ প্রদান করেছেন তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ, সর্বমহান এবং সর্বোৎকৃষ্ট বিধানটি হচ্ছে তাওহীদ। মুসলিম সমাজের সকল সদস্যবৃন্দকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী।

তাওহীদ কি?

তাওহীদ আরবী শব্দ। এর বাংলা আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, একত্ব, একীকরন বা কোন কিছুকে এক মনে করা।

পারিভাষিক অর্থঃ (আর এটাই জানার বিষয়) পারিভাষিক অর্থে তাওহীদ হচ্ছে, সকল প্রকার ইবাদত-উপাসনা শুধু আল্লাহর জন্যই করা। ইবাদতে বিন্দু মাত্রও আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক বা অংশী না করা। অনুরূপ প্রভু বা প্রতিপালক হিসাবে তাঁর কর্মাদি এবং তাঁর গুণ ও সুন্দর নামাবলীতে পৃথিবীর কোন কিছুকে অংশী না করা। চাই সে ফেরেশতা হোক বা নবী, অলী হোক বা অন্য কেউ। (বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে) [আকীদাতুত তাওহীদ/২২]

ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক হয়, যেমন কোন ব্যক্তি আল্লাহকে সিজদা করে এবং তার সাথে সাথে মূর্তি বা জীবতি ও মৃত ওলী দরবেশকেও সিজদা করে। বিপদাপদে যেমন রোগাক্রান্ত হলে, আল্লাহর নিকটে সুস্থ্যতার দুআ' করার সাথে সাথে ওলী দরবেশের নিকটও দুআ' করে।

প্রভুত্বে শির্ক হয় যেমন, আল্লাহই হচ্ছেন সারা বিশ্বের পরিচালক নিয়ন্ত্রক। কিন্তু ধরুন কেউ আল্লাহকে পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক বিশ্বাস করার সাথে সাথে দেবতাকে বা কথিত ওলী, গাউস এবং কুতুবদের আংশিক বা পূর্ণ পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক মনে করে।

নবম অধ্যায়ঃ তাওহীদের কালিমা ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ''

আমাদের সমাজে এই কালিমার অবস্থানঃ

কালিমা আরবী শব্দ। এর সাধারণ অর্থ হল একটি অর্থ পূর্ণ বাক্য। এখানে কালিমা বলতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌কে বুঝানো হয়েছে। এই কালিমাটি মুসলিম সমাজে সুপরিচিত শব্দ। ক্বায়েদা বাগদাদী পড়ার সময় বাচ্চারা এই কালিমা পড়ে, মসজিদ মাদরাসার গেটে এই কালিমাটি সুন্দর অক্ষরে লেখে রাখতে দেখা যায়, বাড়ির দরজায় ভিক্ষুকের আগমন ঘটলে এই কালিমাটি শোনা যায়, এছাড়া অনেক স্থানে বর ও কনেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার সময় মাওলানা সাহেব তাদের পাঠ করায় এই কালিমা। যেন তারা এই মুহূর্তে ইসলামে প্রবেশ করছে, ইতিপূর্বে যে তারা কি ছিল তারাই ভাল বলতে পারবেন।

যাক সাধারণতঃ সমাজে এই হচ্ছে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরিচয়, অবস্থান এবং মর্যাদা। অধিকাংশ মুসলিম ভাইকে যদি এই কালিমার অর্থ বলতে বলা হয়, তো সঠিক উত্তর পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। কালিমাটির মহত্ব, গুরুত্ব এবং তার দাবী-দাবা জানা তো দূরের প্রশ্ন।

কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সঠিক অর্থঃ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সঠিক অর্থ হলঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য বা মাবূদ নেই। প্রচলিত অর্থ হচ্ছেঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। এই অর্থটি ভুল, কারণ আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া অনেক উপাস্য বা মাবূদ দেখতে পাচ্ছি। যেমন অনেকে ঈসা (আঃ) ও তাঁর মা মরিয়মের উপাসনা করছে। কেউ চন্দ্র সূর্যের উপাসনা করছে। কেউ প্রচুর দেব-দেবীকে উপাস্য বানিয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ

দশম অধ্যায়ঃ আল্লাহর কঠোরতম নিষেধাজ্ঞাঃ শির্ক করো না।

ক. শির্ক ক্ষমা অযোগ্য পাপঃ

আল্লাহ প্রদত্ত বিধানগুলো সাধারণতঃ দুই প্রকার। প্রথমঃ আদেশমূলক। দ্বিতীয়ঃ নিষেধমূলক। আদেশাজ্ঞার মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে তাওহীদ যার, আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। আর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কঠোরতম হচ্ছে শির্ক। শির্ক কি? কিভাবে শির্ক হয়? শির্ক কত প্রকারের? এসব কিছুর আলোচনায় উপনিত হওয়ার পূর্বে শির্কের ভয়াবহতা এবং কঠিন পরিনাম সম্বন্ধে কয়েক কলম লেখার প্রয়াস করা হচ্ছে।

* শির্ক ক্ষমা অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَّشَآءُ

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ,যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। [নিসা/৪৮]

* শির্ককারীর প্রতি আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা সবসময়ের জন্য জাহান্নাম। আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ با للهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ النَّارُ وَ مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أنْصَارْ

অর্থঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না। [মায়েদাহ/৭২]

একাদশ অধ্যায়ঃ ছোট শির্ক

সংজ্ঞাঃ প্রত্যেক এমন আন্তরিক বা দৈহিক কাজ ও কথাকে ছোট শির্ক বলে, যাতে শির্ক বিদ্যমান কিন্তু তা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা বড় শির্কের কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে ছোট শির্ক কবীরা গুনাহ।

ছোট শির্কের প্রকারসমূহঃ

ছোট শির্ক অনেক প্রকারের তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেঃ

প্রথম প্রকারঃ আন্তরিক ইবাদতে ছোট শির্ক। প্রথম উদাহরণঃ রিয়া।

অর্থাৎ লোক দেখানো উদ্দেশ্যে কিংবা মানুষের প্রশংসা বা সম্মান পাওয়ার উদ্দেশ্যে নেক আমল করা বা নেক আমলটি ভালভাবে সম্পাদন করা। [ফাতহুল মজীদ/৩৫৬, ফাতহুল বারী ১১/৪০৮]

সৎ আমল তথা নেকীর কাজ কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে। তাতে মানুষের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকলে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা হয়। ফলে আমলটি বাতিল হয়ে যায়। নবী (সাঃ) বলেনঃ ''তোমাদের মাঝে আমি যে বিষয়টির সর্বাধিক ভয় পাচ্ছি, সেটি হচ্ছে, ছোট শির্ক''। সাহাবারা নবীজীকে জিজ্ঞেস করেনঃ ছোট শির্ক কি আল্লাহর রাসূল? তিনি (সাঃ) বলেনঃ ''রিয়া''। [লোক দেখানো আমল] আল্লাহ ক্বিয়ামত দিবসে লোকদের যখন তাদের কৃতকর্মের বদলা দিয়ে দিবেন, তখন রিয়াকারীদের বলবেনঃ ''তাদের নিকট যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে তোমরা আমল করতে, তারা তোমাদের প্রতিদান দিতে সক্ষম কি?'' [আহমদ, ত্বাবারানী, সূত্র হাসান]

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ আল্লাহ ও বান্দাদের মাঝে মাধ্যম ধরা। (অসীলা ধরা)

কি ভাবে সরাসরি আল্লাহর ইবাদত হতে মাধ্যম ধরার প্রথা শুরু হয়?

আল্লাহকে বিশ্বাস করে, এই ধরনের সৎ স্বভাবী মানুষ আল্লাহর নৈকট্য চায়। সে চায় আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক। সে কারণে সে তার আল্লাহর ইবাদত-উপাসনা করে। কিন্তু তার মনে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়ঃ এসব ইবাদত সরাসরি আল্লাহ গ্রহণ করছে তো? তোমার মত পাপী, তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত বান্দার ডাক সে শ্রবণ করছে তো? মনে হয় না। তবে আল্লাহর যারা প্রিয়, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসে, যেমন নবীগণ, অলীগণ, ফেরেশতাগণ, হয়তঃ তাদের শরণাপন্ন হলে, তারা তোমাদের আবেদন-নিবেদন সহজে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দিবেন। তবে প্রশ্ন হলঃ তারা তো মরে গেছেন, অতীত হয়ে গেছেন। শয়তানই আবার তাদের উত্তর দেয়ঃ কে বলে তারা মরে গেছেন! তারা মরণের পরেও অমর। তাদের শানে মরা বলা অপরাধ, বেআদবী। তাই তাদের নামে ও তাদের আকারে যে সব মূর্তি ও প্রতীমা আছে, তাদেরকে মাধ্যম ধর। তারা হচ্ছে সাধারণ বান্দা ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতাকারী। এরা তোমাদেরকে সহজে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। কিন্তু এদের মধ্যস্থতা পেতে হলে, মাধ্যম করতে হলে, এদের সন্তুষ্টির প্রয়োজন আছে। এরা সন্তুষ্ট তো আল্লাহ সন্তুষ্ট, উপর ওয়ালা সন্তুষ্ট। শুরু হয় এদেরকে সন্তুষ্ট রাখার কার্য-কলাপ। দেওয়া হয় নযর মানত, সিজদা সালামী। সাজানো গুছানো হয় প্রতিমা ও প্রতিমালয়। অবস্থান করা হয় সেখানে। চাওয়া-পাওয়া হয় এসব স্থানে।

আর এভাবে এক আল্লাহর সরাসরি ইবাদতের নিয়ম বিনষ্ট হয়। আর আবিষ্কার হয় মাধ্যম ধরে ইবাদত করার নিয়ম। সে কালের লোকেরা

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ আল্লাহর প্রিয় যারা (অলী-আউলীয়া)

মহান রাব্বুল আলামীন সমস্ত মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তবে সকল মানুষ তাঁর নিকট সমমর্যাদার নয়। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহকে যত বেশী ভয় করে, যে যত বেশী আনুগত্য করে, সে ততবেশী আল্লাহর প্রিয়। তাই বান্দাদের মধ্যে তাঁর নিকট কেউ অতিপ্রিয়, কেউ প্রিয়, আর কেউ শত্রুও বটে। এই ধরণের প্রিয় বান্দাদের স্তরের বর্ণনা কুরআনে এভাবে এসেছে। আল্লাহ বলেনঃ

وَ مَن يُطِعِ اللهَ والرَّسُولَ فَأولئكَ مَعَ الذِيْنَ أنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ والصِدِّيْقِيْنَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنَ أولئكَ رَفِيْقاً

অর্থঃ আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করে, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; (তারা হচ্ছেন) নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, ও সালেহীনগণ এবং এরাই সর্বত্তোম সঙ্গী। [নিসা/৬৯]

আয়াতটিতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের চারটি স্তর পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপঃ

১. নবী ও রাসূলগণঃ তারা অবশ্যই সর্বাধিক প্রিয়। সে কারণে অগণন বান্দাদের মধ্য হতে আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের নিজ দূত তথা রাসূল হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

২. সিদ্দীকগণঃ অর্থাৎ অত্যন্ত সত্যবাদী কিংবা বিশ্বাসী। এবং যারা মুখে যা বলেন তা কাজে বাস্তবায়ন করেন। অনেকে বলেছেনঃ এরা হচ্ছেন নবীদের সর্বোৎকৃষ্ট সাথীগণ।

৩. শহীদগণঃ যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়েছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ আল্লাহর দ্বীনে হস্তক্ষেপ (বিদআত)

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যা কিছু বিধি-বিধান দিতে চেয়েছেন, তা তিনি বিভিন্ন নবীদের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা সেই সমস্ত সম্মানীত নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। তিনি যেহেতু শেষ নবী এবং শ্রেষ্ঠ নবী তাই তাঁর মাধ্যমে প্রদত্ত বিধানগুলিও শ্রেষ্ঠ, শ্রেয়, পূর্ণাঙ্গ এবং বিশ্বজনীন। নবীজীকে আল্লাহ তাআ'লা যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পরিষ্কার স্বচ্ছ এবং পূর্ণাঙ্গরূপে উম্মতকে পৌঁছে দিয়ে জগত ত্যাগ করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা নবীজীর ইন্তিকালের কিছু দিন পূর্বে এই দ্বীন সম্পর্কে ঘোষণা দেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থঃ আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনিত করলাম। [মায়েদাহ/৩]

বুঝা গেল, ইসলাম আমাদের দ্বীন-ধর্ম এবং এই দ্বীন পূর্ণাঙ্গ। তাই অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনে কোন প্রকার সংযোজন, সংমিশ্রণ ও সংবর্ধন কঠোর ভাবে নিষেধ। কারণ কেউ এই রকম করলে তার কাজটি এটাই বুঝায় যে, আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত দ্বীন অসম্পূর্ণ তাই সে পূর্ণ করতে চায়। কিংবা অসুন্দর তাই সে সুন্দর করতে চায়। কিংবা নবী (সাঃ), সাহাবাবৃন্দ ও সালফে সালেহীনদের চেয়ে নিজেকে বেশী জ্ঞানী ও বেশী পরহেযগার প্রমাণ করতে চায়। কিংবা নাউযুবিলাহ! সে মনে করে নবীজী (সাঃ) তাঁর দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন না করেই ইন্তেকাল করেছেন। তাই প্রকৃতপক্ষে এসব হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত দ্বীনে হস্তক্ষেপ। দ্বীনের নামে এই রকম কিছু আবিষ্কার করাকেই বলা হয় বিদআত।

উপসংহার

পাঠকমহোদয়! মহান আল্লাহ তাআ'লার সম্পর্কে প্রত্যেক বান্দাকে যা জানা একান্ত জরুরী, আমরা তার মৌলিক কিছু বিষয় আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। পরিশেষে মহান আল্লাহরই কিছু বাণী যা, তার শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কর্তৃক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে তা, বর্ণনার মাধ্যমে বইটির ইতি করা হচ্ছে। গুরুত্বের সাথে মনযোগ দিয়ে একটু পড়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহ বলেছেনঃ

''হে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের প্রতি অত্যাচার হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম করেছি; তাই তোমরা পরস্পর অত্যাচার করো না।

হে আমার বান্দারা! তোমরা প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট কিন্তু যাকে আমি হেদায়েত দিয়েছি (সঠিক পথ দেখিয়েছি) তাই তোমরা আমার কাছে হেদায়েত কামনা করো আমি তোমাদের হেদায়েত দিব।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলে ক্ষুধার্ত কিন্তু যাকে আমি অন্ন দিয়েছি; তাই তোমরা আমার কাছে অন্ন চাও আমি তোমাদের অন্ন দিব।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলে বস্ত্রহীন কিন্তু যাকে আমি বস্ত্র দিয়েছি; তাই আমার কাছে বস্ত্র চাও আমি তোমাদের বস্ত্র দান করব।

হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতে-দিনে গুনাহ করে থাক, আর আমি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে থাকি; সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তোমাদের ক্ষমা করব।

হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনই আমার ক্ষতি করার সামর্থ রাখ না যে আমার ক্ষতি করবে, আর না আমার উপকার করার ক্ষমতা রাখ যে আমার উপকার করবে।